পাঁচ বছর পর সমাবর্তন বিশ্বভারতীতে

দেশিকোত্তম পুরস্কারের খসড়া তালিকায় অমিতাভর নাম

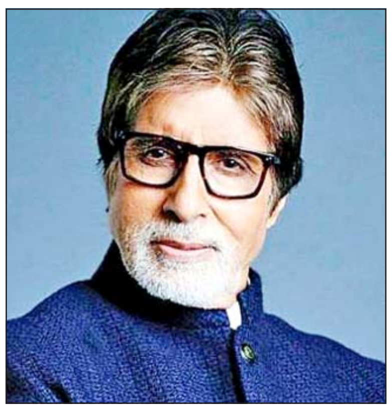

সিউড়ি, ১৬ এপ্রিল ঃ ২০১৮-এর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে দেশিকোত্তম পুরস্কারের জন্য নাম স্থির হয়েছে অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনের। ২০১৩ সালের পর থেকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান বন্ধ ছিল। এরপর গত দু-মাস আগে বিশ্বভারতীর নতুন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সবুজকলি সেন দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর এবছর সমাবর্তন অনুষ্ঠান আয়োজনের উদ্যোগ নেন। আগামী মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বিশ্বভারতীতে সমাবর্তন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ বছর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশ্বভারতীয় আচার্য তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আসার সম্ভাবনা রয়েছে বলে বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গিয়েছে।

বিশ্বভারতী সূত্রে খবর, এ বছর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশ্বভারতী একগুচ্ছ পুরস্কারের প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করেছে। যেখানে দেশিকোত্তম সম্মানের জন্য নাম ঠিক হয়েছে অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনের। তালিকায় রয়েছে আরও দুজনের নাম। বিশিষ্ট কবি গুলজার, প্রখ্যাত অধ্যাপক সুনীতিকুমার পাঠক, লেখক অমিতাভ ঘোষ, সংগীত শিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, প্রখ্যাত পদার্থবিদ অশোক সেন ও শিল্পী যোগেন চৌধুরি। শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য অবন-গগন পুরস্কারের জন্য সুমেন্দ্রনাথ ঘোষ, সুধীর পটবর্ধন ও পার্থপ্রতিম দেবের নাম ঠিক হয়েছে। রথীন্দ্র পুরস্কারের জন্য রাজেশ ট্যান্ডন, বিনায়ক লোহানী, অমলেশ চৌধুরি ও এল কে মণ্ডলের নাম ঠিক হয়েছে। তবে আচার্যের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পর তালিকা ঘোষণা করা হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সূত্রে খবর।

অন্যদিকে, শেষবার ২০১৩ সালে বিশ্বভারতীতে সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়। বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও অবধি প্রায় আড়াই-তিন হাজার ছাত্রছাত্রী শংসাপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে পড়ে রয়েছে। যেগুলি এই সমাবর্তনের আগে প্রস্তুত করা হবে। অনুষ্ঠানের দিন যেসব ছাত্রছাত্রীরা আসবেন তাঁদের প্রত্যেকের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হবে।

বিশ্বভারতী ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সবুজকলি সেন সোমবার এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'এ বছর সমাবর্তন অনুষ্ঠান হবে। তার প্রস্তুতি নেওয়া চলছে। কবে হবে সেই দিনক্ষণ ঠিক হয়নি। তবে মে মাসেই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সমাবর্তনে এবছর দেশিকোত্তম সাতজন, অবন-গগন পুরস্কারের জন্য তিনজন এবং রথীন্দ্র পুরস্কারের জন্য চারজনের নামের তালিকা প্রাথমিকভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে। আচার্যের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পর তালিকা ঘোষণা করা হবে।'

কার্যালয় দখল নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল

উত্তপ্ত বীরভূম

সিউড়ি, ১৬ এপ্রিল ঃ নির্বাচনে জেতার আগেই দলীয় অফিস দখল নিয়ে শাসকদলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তাল হয়ে উঠল বীরভূমের ইলামবাজার। দলের বিবদমান দুই গোষ্ঠীর মধ্যে লাগাতার বোমাবাজির জেরে আহত হয়েছেন প্রায় পাঁচজন। দু-পক্ষের মধ্যে লাঠি, রড নিয়ে সংঘর্ষ চলে। সংঘর্ষের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ইলামবাজার থানার পুলিশ। সোমবার সকাল পর্যন্ত এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। নববর্ষের রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ইলামবাজার থানার পাইকুনি গ্রামে। এদিন স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দলীয় কার্যালয় দখলকে কেন্দ্র করে প্রথমে সংঘর্ষে জড়ায় পাইকুনি গ্রামের তৃণমূলের দুই গোষ্ঠী। পঞ্চায়েত ভোটের আগে কোন গোষ্ঠী গ্রামের একটি পার্টি অফিসের দখল নেবে এই নিয়েই কিছুদিন ধরেই তরজা চলছিল। দলীয় ব্লক নেতৃত্বদের সঙ্গেও এই নিয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। অভিযোগ, একটি গোষ্ঠীর নেতা শেখ নাজির, অন্য গোষ্ঠীর নেতা মহসিন। শেখ নাজির রবিবার রাতে দলীয় কার্যালয়ে টিভি দেখছিলেন। অভিযোগ, সেই সময়ই শেখ মহসিন গোষ্ঠীর লোকজন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাঁর ওপরে চড়াও হয়। অভিযোগ, পালটা হামলা চালায় শেখ নাজিরের অনুগামীরা। লাঠি ও লোহার রড নিয়ে হামলাকারীদের ওপরে চড়াও হয় তারাও। শুরু হয় বোমাবাজিও। এই বোমার আঘাতেই আহন হন তৃণমূল কর্মী হালিফ শেখ। গুরুতর আহত অবস্থায় রাতেই তাঁকে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভরতি করা হয়। এদিকে, সংঘর্ষের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ইলামবাজার থানার পুলিশ। সকাল পর্যন্ত দুই তৃণমূল সমর্থককে আটক করেছে পুলিশ। সংঘর্ষের জেরে থমথমে হয়ে রয়েছে গোটা এলাকা। যদিও দলীয় সংঘর্ষ নিয়ে মুখ খোলেনি স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

সোমবার সন্ধ্যায় কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয়রাই প্রথম ট্রান্সফরমারে আগুন দেখতে পেয়ে দমকলে খবর দেন। দমকলের ছটি ইঞ্জিন দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিটের জেরে এই ঘটনা। তথ্য ও ছবি ঃ চিত্ত মাহাতো

তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান খুনে ধৃত আরও এক

বর্ধমান, ১৬ এপ্রিল ঃ প্রধান ও তাঁর সহকর্মীকে খুনের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হল আরও এক অভিযুক্তকে। পূর্ব বর্ধমানের কালনা থানার পুলিশ আসগর শেখ নামে ওই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতের বাড়ি কালনার ভাটরা গ্রামে। এই এলাকায় নিহত পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ি। প্রধান খুনের ঘটনায় এদিন পর্যন্ত গ্রেফতারের সংখ্যা দাঁড়াল ১০। ধৃতকে সোমবার পেশ করা হয় কালনা মহকুমা আদালতে। কালনার সুলতানপুর পঞ্চায়েতের প্রধান সুকুর আলি শেখ ও তাঁর সহকর্মী বাপন শেখ গত ২৪ মার্চ কালনার হরিশংকরপুর মোড়ে খুন হন। দুষ্কৃতীরা গুলি করে তাঁদের খুন করে বলে অভিযোগ। মৃত বাপনের পরিবার ২৮ জনের বিরুদ্ধে এবং প্রধানের ভাই ১৫ জনের বিরুদ্ধে কালনা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ধৃত আসগর শেখকে সোমবার কালনা মহকুমা আদালতে পেশ করে তদন্তকারী অফিসার হেপাজতে নেবার আবেদন জানায়। বিচারক সেই আবেদন মঞ্জুর করেছেন।

অন্যদিকে, রবিবার নাদনঘাট থানার সুলন্টু মোড়ের কাছে গাড়ি দুর্ঘটনায় দুই যুবকের মৃত্যুর ঘটনার তদন্তে যাওয়া পুলিশকর্মীদের হেনস্তা ও পুলিশের গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগে ছয়জন গ্রেফতার হয়েছে। সোমবার ধৃতদেরও পেশ করা হয় কালনা মহকুমা আদালতে। বিচারক ধৃতদের জামিন নামঞ্জুর করেছেন।

যাত্রীবোঝাই বাস উলটে মৃত ১

আসানসোল, ১৬ এপ্রিল ঃ আসানসোল থেকে চিত্তরঞ্জন যাওয়ার পথে একটি মোটরবাইক ও একটি গাছে ধাক্কা মেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে উলটে গেল যাত্রীবোঝাই একটি বাস। সোমবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে ফতেপুরে। ঘটনায় এক বাইকচালকের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও সাতজন যাত্রী। চিত্তরঞ্জনের রেল আবাসনের বাসিন্দা মৃত বাইকচালকের নাম এস ঝা (৪০)। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ এসে আহতদেরকে প্রথমে চিত্তরঞ্জন কেজি হাসপাতালে ভরতি করায়। হত বাইকচালক রেলকর্মী এস ঝাকে পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুর্গাপুরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানো হলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ বাসটিকে আটক করেছে।

জানা গিয়েছে, আসানসোল-চিত্তরঞ্জন রুটের একটি বাস জনা কুড়ি যাত্রী নিয়ে এদিন সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ আসানসোল থেকে চিত্তরঞ্জনে যাচ্ছিল। চিত্তরঞ্জনের ফতেপুরে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে এস ঝাকে ধাক্কা মারে। পরে রাস্তার পাশে একটি গাছে ধাক্কা মেরে উলটে যায়। পুলিশ জানায়, দ্রুতগতিতে চালানোর কারণেই চালক বাসের নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেনি। এই কারণেই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

শ্যালিকাকে অ্যাসিড ছুড়ে ধৃত জামাইবাবু

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল (সংবাদ) ঃ বিয়ে করতে রাজি না হওয়ায় শ্যালিকার মুখে অ্যাসিড ছোড়ার অভিযোগ উঠেছিল জামাইবাবুর বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে জামাইবাবুকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার উলুবেড়িয়ায়। ধৃতের নাম শেখ সরিফুল। পুলিশ রবিবার রাতে তাকে তার মালোপাড়ার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে।

জানা গিয়েছে, সরিফুল তার শ্যালিকাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু শ্যালিকা তার সেই প্রস্তাবে রাজি হয়নি। কিন্তু অন্য এক যুবকের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হওয়ায় সে প্রস্তাবে রাজি হয়নি। অভিযোগ, সরিফুল শুক্রবার শ্যালিকাকে লক্ষ করে তার মুখে অ্যাসিড ছোড়ে। শ্যালিকার মুখের একাংশ ও পিঠের অনেকটা জায়গাই পুড়ে যায়। তাঁকে উলুবেড়িয়া হাসপাতালে ভরতি করা হয়। সরিফুলের শ্বশুরের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ একটি মামলা রুজু করে। ঘটনার পরই এলাকা থেকে চম্পট দেয় সরিফুল। রবিবার রাতে সে বাড়ি ফিরেছে বলে খবর পেয়ে পুলিশ রাতেই তাকে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে।

ভোটকে ভয় পায় বিরোধীরা, পঞ্চায়েত নিয়ে কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে আইনি জটিলতায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর জন্য তিনি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে দায়ী করেছেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে আদালতের নির্দেশ নিয়ে অবশ্য কোনো মন্তব্য করেননি। কিন্তু এই নির্বাচন বিলম্বিত করার জন্য বিরোধী দলকে অভিযুক্তের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তোপ দেগেছেন। এই অনাবশ্যক দেরির জন্যে জেলায় উন্নয়নমূলক কাজকর্মও ব্যাহত হচ্ছে বলে তিনি মনে করেন। তার আগেই অবশ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মহাসচিব এবং শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ভোট বিলম্বিত করার জন্য বিরোধীদের দায়ী করেন। অন্যদিকে, কংগ্রেস, বামফ্রন্ট এবং বিজেপি এদিন কলকাতা হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে প্রায় একই সুরে বলেছে, তাদের নৈতিক জয় হয়েছে।

সন্ধ্যায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী নবান্নে বলেন, রাজনৈতিক দলগুলি রাজনীতি না করে ভোটকে ভয় পায়। কংগ্রেস, সিপিএম ও বিজেপি-কে বিঁধে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জগাই, মাধাই, বিদাই এসডিও কার্যালয়ে একরকম আর দিল্লিতে আর একরকম। নির্বাচন মানে গণতান্ত্রিক অধিকার, সেখানে না গিয়ে ওরা কেন এসব করছে বলে তিনি প্রশ্ন তোলেন। মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের কটাক্ষ করে বলেন, টিভিতে মুখ দেখানোর জন্য ওঁরা যত কুৎসা করেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনে আচরণবিধি জারি থাকায় তাঁদের তা মেনে চলতে হচ্ছে। নতুন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। যে কাজগুলো পড়ে আছে তাও ভালো করে হচ্ছে না। ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলার উন্নয়ন পিছিয়ে যাচ্ছে। তিনি জেলায় গিয়ে বৈঠক করতে পারছেন না। তাঁদের অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে হচ্ছে। তাঁরা ১৫ মে-র মধ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ করতে চেয়েছিলেন। এর পরে যা গরম পড়ে, তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রির উপর চলে যায়। এরপর আসে বর্ষা। রমজান মাসেও নির্বাচনে সমস্যা হয় বলে তিনি জানান। দুর্গাপুজো, বড়োদিনের মতো এই ধর্মীয় সময়েও তাঁরা কিছু করতে চান না। ৫৮ হাজার বুথে ৯০ হাজার প্রার্থীর মনোনয়ন পেশ হওয়ার পরেও বিরোধীরা কীভাবে সন্ত্রাসের অভিযোগ তোলে, প্রশ্ন করেন তিনি।

এদিনও তিনি বলেন, মনোনয়নপত্র পেশের সময় মাত্র ৭টি ঘটনা ঘটেছে। সংবাদমাধ্যমকেও সমালোচনা করে তিনি বলেন, প্রতিদিন মিথ্যা ও কুৎসা করা হচ্ছে গণমাধ্যমে। তৃণমূল কংগ্রেসের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় বিরোধীদের তোপ দেগে বলেন, যারা পরীক্ষা না দিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে যাচ্ছে তাদেরই সমস্যা হচ্ছে। ওরা উন্নয়নকে ভয় পায়। বলাবাহুল্য, পরীক্ষা অর্থে তিনি পঞ্চায়েত ভোটের প্রস্তুতিকেই বোঝাতে চেয়েছেন।

অপরদিকে, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরি আদালতের সিদ্ধান্তকে তাঁদের নৈতিক জয় বলে দাবি করেন। তিনি মনে করেন, তাঁরা সর্বপ্রথম আদালতে গিয়েছিলেন। আদালত মামলা গ্রহণ করে তাঁদের অভিযোগের মান্যতা দিয়েছে। বামপন্থীদের পক্ষ থেকে বলা হয়, ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের পর রাজ্যবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত রাজ্য সরকারের। জনবিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে তৃণমূল কংগ্রেস ভয় পেয়েছে বলেই তারা অবাধ ভোটের বিরোধিতা করে সন্ত্রাস চালাচ্ছে। বিজেপি নেতা মুকুল রায় ডিভিশন বেঞ্চের রায়কে তাঁদের নৈতিক জয় বলে উল্লেখ করে জানান, এই ঘটনা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের শিক্ষা নেওয়া উচিত।

পূর্ব রেলে চালু ইএমইউ রেক

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল ঃ হাওড়া থেকে অত্যাধুনিক ইএমইউ রেকের মাধ্যমে যাত্রী পরিসেবা শুরু করল পূর্ব রেল। রবিবার থেকে নতুন ট্রেনটি আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে। পতাকা নেড়ে ট্রেন যাত্রার সূচনা করেন বিদ্যুৎ বিভাগের প্রবীণ কর্মী মৃণালকান্তি মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার মনু গোয়েল সহ পদস্থ আধিকারিকরা। ভবিষ্যতে এই ধরনের আরও রেক চালু করার কথা জানিয়েছে পূর্ব রেল। কয়েকদিন আগে ইএমইউ রেকের ব্যবহার শুরু করেছে দক্ষিণ-পূর্ব রেল। ট্রেনটি হাওড়া থেকে খড়্গপুর লাইনে যাতায়াত করছে।

পূর্ব রেল জানিয়েছে, নতুন রেকগুলি আগের চেয়ে অনেকটাই উন্নত। আগে ট্রেনের কোচে বসার জায়গা তৈরি হত কাঠ দিয়ে। কিন্তু ইএমইউ রেকে বসার জায়গাগুলি উন্নতমানের স্টেনলেস স্টিল দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া রেকগুলিতে এলইডি লাইট ব্যবহার করা হয়েছে। বাতাস চলাচলের জন্যও কোচগুলিতে রয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। নতুন কোচগুলির দরজা খোলা ও বন্ধ করাও অনেক সহজ। রেকে সিপিএস ভিত্তিক তথ্য জানানোর ব্যবস্থাও রয়েছে। এছাড়া যাত্রীসুরক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখে কোচগুলিতে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। মুম্বই শহরতলি এলাকায় কিছুদিন আগেই এই ধরনের রেল পরিসেবা চালু হয়েছে। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল পূর্ব রেলের নাম।

গোয়েল জানিয়েছেন, নতুন রেকটি আপাতত হাওড়া থেকে ব্যান্ডেলের মধ্যে যাতায়াত করবে। ট্রেনের মহিলা যাত্রীদের জন্য বরাদ্দ কোচগুলিতে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মহিলা কামরার সিসিটিভির ফুটেজ মোটরম্যান কেবিনে সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মহিলা কামরায় কেউ চেন টানলে কামরার উপরে থাকা একটি হুটার বেজে উঠবে। এর সাহায্যে কামরার অবস্থান সহজেই চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। অদূর ভবিষ্যতে পূর্ব রেলে এই ধরনের আরও রেক চালু করার কথা জানিয়েছেন গোয়েল।

নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ

বর্ধমান, ১৬ এপ্রিল ঃ বাড়ি পৌঁছে দেবার কথা বলে নাবালিকাকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল দুই যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম থানার বননবগ্রামে। অভিযোগ, নাবালিকার উপর পৈশাচিক অত্যাচার চালিয়েছে যুবকরা। নির্যাতিতা রক্তাক্ত শরীর নিয়ে বিবস্ত্র অবস্থায় কোনোরকমে ছুটে পালিয়ে আশ্রয় নেয় বননবগ্রাম জঙ্গল লাগোয়া গৃহস্থের বাড়িতে। এলাকাবাসীর মাধ্যমে খবর পেয়ে আউশগ্রাম থানার পুলিশ নাবালিকাকে উদ্ধার করে বননবগ্রাম হাসপাতালে নিয়ে যায়। গণধর্ষণের মামলা রুজু করে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। যদিও অভিযুক্তের কেউ এখনও ধরা পড়েনি।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্ধমান শহর লাগোয়া এলাকায় বাড়ি ১৬ বছর বয়সি দশম শ্রেণির পড়ুয়া ওই নাবালিকার। রবিবার কয়েকজন সঙ্গিনীর সঙ্গে সে আউশগ্রামের যাদবগঞ্জে চড়কের মেলা দেখতে এসেছিল। মেলায় ঘুরতে ঘুরতে সে কোনোভাবে দলছুট হয়ে যায়। ভয়ে কান্নাকাটি করতে থাকে ওই নাবালিকা। ওই সময় মেলা প্রাঙ্গণে থাকা দুই যুবক নাবালিকাকে তার বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে বাইকে তুলে নেয়। নাবালিকার অভিযোগ, বাইকে চাপানোর পর যুবকরা তাকে বাড়ির পথে না নিয়ে গিয়ে বননবগ্রামের জঙ্গলে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে ধর্ষণ করা হয়। কোনোরকমে সে ছুটে পালিয়ে জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় গৃহস্থের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। পুলিশ জানিয়েছে, স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে তারা নির্যাতিতাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে বননবগ্রাম হাসপাতালে নিয়ে যায়। নির্যাতিতার গোপন জবানবন্দি নথিভুক্ত করানোর জন্য বর্ধমান আদালতে আবেদন করেছে তদন্তকারী অফিসার।

শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের দাবিতে রাস্তায় কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল (সংবাদ) ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগে সোমবার ফের রাস্তায় নামল কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট। এদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত অনশন কর্মসূচি ছিল কংগ্রেসের। যদিও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরি হাজির হন বেলা ১১টা নাগাদ। ছিলেন ৬টা পর্যন্ত। অপরদিকে, বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম থেকে ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেল পর্যন্ত মিছিল করে বামফ্রন্ট। ফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু থেকে শুরু করে বাম শরিক দলের প্রথমসারির নেতাদের দেখা যায় মিছিলে পা মেলাতে।

এদিনের অনশন মঞ্চে অধীরবাবু বলেন, কংগ্রেসের লাভ-লোকসান দেখে নয়, মানুষের ভাবাবেগেকে গুরুত্ব দিয়েই তিনি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। আদালত কী রায় দেবে তা আদালতই জানে। তিনি মনে করেন এরাজ্যে সব থেকে বড়ো রাজনৈতিক অপরাধী হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অধীরবাবু বলেন, 'পঞ্চায়েত নির্বাচন কখনও কারোর দয়ায় হয় না। এটা রাজ্যবাসীর সাংবিধানিক অধিকার। অথচ মুখ্যমন্ত্রী জনগণের অধিকার কেড়ে নিয়ে নিজে দাতা সাজতে চাইছেন। সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্পে নিজের নাম ব্যবহার করে এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন উনিই টাকা দিচ্ছেন। এর থেকে বড়ো নাটক আর কিছু নয়।'

অন্যদিকে, বিমানবাবু, সূর্যবাবু সহ বামনেতাদের অভিযোগ, গণতন্ত্র ধ্বংস করা হচ্ছে। তাঁরা চান শান্তিপূর্ণ নির্বাচন, লোকতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। তাঁরা বলেন, তৃণমূলের পায়ের তলার জমি সরে গিয়েছে। সেটা বুঝতে পেরেই মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দল সময়ের আগে ভোট লুট করে জনতাকে কবজা করতে চায়। তাঁদের মতে, এভাবে হয়তো জিততে পারবেন মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু জনগণের মন পাবেন না।

বিজেপি প্রার্থীদের মারধরের অভিযোগ

ঝাড়গ্রাম, ১৬ এপ্রিল ঃ দাঁতন ব্লকের শ্রীকৃষ্ণপুরে বিজেপি প্রার্থীদের মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। রবিবার সন্ধ্যায় তিন বিজেপি প্রার্থীর বাড়িতে চড়াও হয়ে তৃণমূলের লোকজন ভাঙচুর চালায় এবং বাড়ির মহিলা সহ সবাইকেই মারধর করে বলে অভিযোগ। দুষ্কৃতীরা হাতে বাঁশের লাঠি নিয়ে বাড়ির চারদিক ঘিরে থাকায় আতঙ্কে কেউ বাড়ির বাইরে বের হতে পারেনি। দুষ্কৃতীরা বাড়ি ভাঙচুর ও মারধর করে চলে যাওয়ার পর আহত বিজেপি প্রার্থীদের রাতেই মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বিজেপির পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সভাপতি সমিত দাশের অভিযোগ, তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা মনোনয়ন তোলার জন্য পঞ্চায়েতের বিজেপি প্রার্থীদের কয়েকদিন ধরেই চাপ দিচ্ছিল। কিন্তু তাদের কথায় কর্ণপাত না করায় বাড়িতে হামলা চালায়। বিজেপির শ্রীকৃষ্ণপুর বুথের সভাপতি চন্দ্রকান্ত কুণ্ডুর মেয়ে চন্দনা কুণ্ডুর সোমবার একাদশ শ্রেণির পরীক্ষা ছিল। কিন্তু তাকেও মারধর করা হয়। হাসপাতালে ভরতি থাকায় এদিন সে পরীক্ষা দিতে পারেনি। তৃণমূলের হামলার ঘটনায় আহত হয়েছেন চন্দ্রকান্ত কুণ্ডু, চন্দনা কুণ্ডু ও তপন প্রামাণিক। তপন প্রামাণিকের অভিযোগ, তাঁর বউমা গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য বিজেপির প্রার্থী হওয়ায় তাঁকেও ঘরে ঢুকে মারধর করেছে তৃণমূলের লোকেরা। বিজেপি প্রার্থীদের ও তাঁদের পরিবারের ওপর হামলার খবর পেয়ে হাসপাতালে তাঁদের দেখতে যান রাজ্য বিজেপি নেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি তৃণমূলকে আক্রমন করে বলেন, তৃণমূল এই সাত বছরে মানুষের কোনো উন্নয়ন করেনি। যা উন্নয়ন হয়েছে তাদের নেতাদের। ফলে মানুষ তাদের এবার বিদায়ের ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে। আর এজন্যই ভয় দেখিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে নিজেদের মুখ বাঁচাতে চাইছে শাসকদল। বিজেপির এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব।

মদ্যপানের প্রতিবাদে প্রহৃত পিতা-পুত্র

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল (সংবাদ) ঃ মদ্যপানের প্রতিবাদ করায় মদ্যপদের হাতে প্রহৃত হতে হল বাবা ও ছেলেকে। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর থানার গোপালনগরে। মদ্যপ দুষ্কৃতীদের মারে মাথা ফাটে বাবা অশ্বিনী মাঝির। ছেলে রঞ্জিকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। জানা গিয়েছে রবিবার রাতে ছেলে রঞ্জিতের খোঁজে রাস্তায় বের হন বাবা অশ্বিনী। কিছুদূর গিয়ে দেখেন রাস্তায় বসে মদ্যপান করছে কয়েকজন যুবক। আর তার প্রতিবাদ করায় ছেলে রঞ্জিতের সঙ্গে হয় তর্কাতর্কি। অশ্বিনীবাবু তখন ছেলের পক্ষ নিয়ে মদ্যপানের প্রতিবাদ জানান। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মদ্যপরা তাদের উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। লোহার রড দিয়ে অশ্বিনীবাবুর মাথায় মারা হয়। তাঁর চিৎকারে আশপাশের লোক ছুটে এলে মদ্যপরা চম্পট দেয়। সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের হলেও রাত পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে সমর্থ হয়নি পুলিশ।

'টাইমলাইন আলাস্কা'

চন্দননগর, ১৬ এপ্রিল ঃ পেশায় শল্যচিকিৎসক হুগলির চন্দননগরের বাসিন্দা ভাস্কর দাস। তবে এই বাইরেও তিনি ঘুরতে যেতে, ফোটোগ্রাফি করতে ভালোবাসেন। সম্প্রতি তিনি আলাস্কায় ঘুরে এসেছেন। এবার সেই আলাস্কার দুর্গম অভিযানের অভিজ্ঞতা নিয়ে কলম ধরেছেন তিনি। লিখেছেন ১৬০ পৃষ্ঠার বই 'টাইমলাইন আলাস্কা'। সম্প্রতি চন্দননগর ফরাসি মিউজিয়ামে বইটির আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন প্রবীণ শিক্ষাবিদ সুষমা বসু। শুধুমাত্র ভ্রমণ নয়, আলাস্কায় কাটানো প্রতিটি দিনক্ষণের ছবি ও নানা তথ্য তুলে ধরা হয়েছে এই বইতে। প্রতিভাস পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত এই বইয়ের দাম ৮০০ টাকা।

আটা ভাঙানোকে নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বচসা

বর্ধমান, ১৬ এপ্রিল ঃ মিলে আটা ভাঙানোকে কেন্দ্র করে পুলিশকর্মী ও মিলের মালিকের বচসায় উত্তেজনা ছড়াল কালনায়। ঘটনায় পুলিশকর্মী ও তাঁর এক সহযোগীর বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ দায়ের করে আটামিলের মালিক ও তাঁর স্ত্রী। পালটা ওই দম্পতির বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ দায়ের করেছেন পুলিশকর্মী। পুলিশ অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছে। কালনার জিউধারা এলাকায় বসবাস সুমিতা মণ্ডলের। সুমিত্রাদেবী বলেন, তাঁর স্বামীর আটাকল রয়েছে। সেখানে তিনি স্বামীকে সহযোগিতা করেন। সুমিত্রাদেবীর অভিযোগ, পুলিশ পরিচয় দিয়ে আটা ভাঙিয়ে পয়সা কম দিতে চান জিউধারা এলাকার বাসিন্দা মহম্মদ রহমান মোল্লা ও গিয়াস মোল্লা। সুমিত্রাদেবী বলেন, তাঁরা কম পয়সা নিতে চাননি। তাঁর অভিযোগ, এরপরেই মদ্যপ অবস্থায় দুই ব্যক্তি অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে। তাঁর চুলের মুঠি ধরে মারধর ও শ্লীলতাহানি করে। সুমিত্রাদেবীর অভিযোগ, তাঁর স্বামী তাঁকে বাঁচাতে যান। তখন ওই দুজন বাটখারা ছুড়ে মেরে তাঁর স্বামীর মাথা ফাটিয়ে দেয়। কালনা থানায় তিনি অভিযোগ দায়ের করেছেন। পালটা অভিযোগে কালনার জিউধারার বাসিন্দা তথা কাকদ্বীপ থানার পুলিশকর্মী মহম্মদ রহমান।

সব হাসপাতালে রাত্রি আবাস হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ এপ্রিল ঃ রাজ্য সরকার রোগীদের পরিবারের সুবিধার্থে সব সরকারি চিকিৎসালয়ে নৈশ আবাস তৈরি করবে। উত্তরবঙ্গ, মালদা মেডিকেল কলেজ ও জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালেও এই নৈশ আবাস তৈরি হবে বলে জানা যায়। প্রতিটি হাসপাতালের এই রাত্রি আবাসে ১০০ জন ও জেলার মহকুমা হাসপাতালে ৫০ জন করে থাকার ব্যবস্থা হচ্ছে। ইতিমধ্যে এনআরএস, ডায়মন্ড হারবার হাসপাতাল, বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে তা তৈরি হয়েছে। এবার দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া সহ রাজ্যের ১৫টি হাসপাতালেও এই নৈশ আবাস তৈরির ব্যবস্থা হচ্ছে বলে সরকারি সূত্রে জানা যায়। রোগীর আত্মীয়দের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই এই নৈশ আবাস তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য, যা সব মহল স্বাগত জানিয়েছে।

শিশু ধর্ষণে অভিযুক্ত পলাতক

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল (সংবাদ) ঃ ফের কলকাতায় শিশু ধর্ষণের ঘটনা। তবে অভিযুক্ত যুবক পলাতক। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণেশ্বরের রেল কলোনির বস্তিতে। ৭ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণ করে এলাকারই যুবক দেবদাস হালদার। গত শুক্রবার ঘটনাটি ঘটলেও সেই বিষয়ে কারোর কাছে কিছু প্রকাশ করতে বারণ করে সমালোচনার মুখে পড়ল বেলঘরিয়া থানার পুলিশ। ঘটনার পরই ধর্ষিতার বাবা-মা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ অভিযোগ নিলেও সেই বিষয়ে কাউকে কিছু না বলার জন্য হুমকি দেয়। এদিন কানাঘুসো খবর পেয়ে স্থানীয় বাম বিধায়ক মানস মুখোপাধ্যায় ওই শিশুটির বাড়িতে যান। তারপর প্রকাশ্যে আসে বিষয়টি। মানসবাবু নির্যাতিতা শিশুর পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।

৯০০ বছরের খরায় ধ্বংস হয়েছে সিন্ধু সভ্যতা

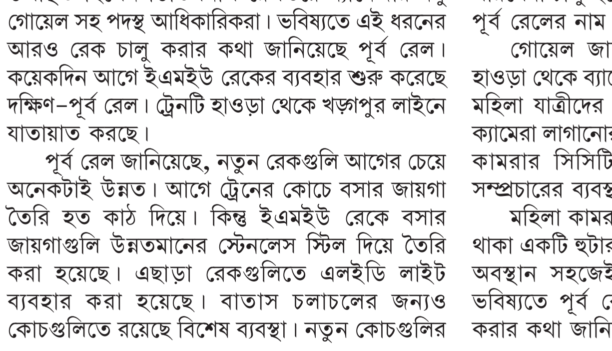

খ্রিস্টপূর্ব ২,৩৫০ সাল থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১,৪৫০ সাল পর্যন্ত বর্ষাকালের যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে সিন্ধু উপত্যকার একটা বড়ো অংশকে কয়েকশো বছর ধরে অনাবৃষ্টির ধাক্কা সামলাতে হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে সিন্ধু এলাকায় বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক কমে গিয়েছিল। এতদিন মনে করা হত সিন্ধু উপত্যকায় ২০০ বছর ধরে খরা বা অনাবৃষ্টি চলেছিল। কিন্তু গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে, সেখানে খরা চলেছিল প্রায় ৯০০ বছর।

দাবি খড়্গপুর আইআইটির গবেষকদের

খড়্গপুর, ১৬ এপ্রিল ঃ বন্যা, বৈদেশিক আক্রমণ বা সিন্ধুনদের গতিপথ বদলে যাওয়ায় নয়, সিন্ধু সভ্যতার পতন হয়েছিল একটানা খরার ফলেই। ১০-২০ বছর নয়, খরা চলেছিল প্রায় ৯০০ বছর ধরে। সম্প্রতি আইআইটি খড়্গপুরের গবেষকদের অনুসন্ধানে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে।

আইআইটির ভূপ্রকৃতি বিদ্যার গবেষকরা সিন্ধু ও তার আশপাশের এলাকার প্রায় কয়েক হাজার বছরের জলবায়ুর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, বছরের পর বছর অনাবৃষ্টির জেরে সিন্ধু উপত্যকা বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছিল। শুধু সিন্ধু নয়, এর শাখানদীগুলিও কার্যত জলশূন্য হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সিন্ধু সভ্যতার মানুষজন সহজে এলাকা ছেড়ে যায়নি। দীর্ঘদিন খরার মোকাবিলা করেই তারা উপত্যকায় টিকে থাকার চেষ্টা করেছে। রাভি, বিতস্তা, বিপাশা ও সিন্ধুর নদীখাতের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অংশে সঞ্চিত জল ব্যবহার করেই তারা বহুদিন জীবনধারণ করেছিল। যদিও শেষপর্যন্ত প্রকৃতির সঙ্গে সেই লড়াইয়ে হার মানতে বাধ্য হয়েছিল সিন্ধুর আমআদমি।

সিন্ধু সভ্যতার পতন নিয়ে আইআইটি খড়্গপুরের গবেষক দলের প্রধান অনিলকুমার গুপ্তা জানিয়েছেন, খ্রিস্টপূর্ব ২,৩৫০ সাল (এখন থেকে প্রায় ৪,৩৫০ বছর আগে) থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১,৪৫০ সাল পর্যন্ত বর্ষাকালের যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে সিন্ধু উপত্যকার একটা বড়ো অংশকে কয়েকশো বছর ধরে অনাবৃষ্টির ধাক্কা সামলাতে হয়েছে। তবে কিছু বিক্ষিপ্ত জায়গায় সবুজের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। যা দেখে মনে হচ্ছে সেখানে গাছপালা ছিল। কিন্তু সামগ্রিকভাবে সিন্ধু এলাকায় বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক কমে গিয়েছিল তা বলাই যায়। এতদিন মনে করা হত সিন্ধু উপত্যকায় ২০০ বছর ধরে খরা বা অনাবৃষ্টি চলেছিল। কিন্তু গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে, সেখানে খরা চলেছে প্রায় ৯০০ বছর।

যদিও শুধু খরার ফলেই সিন্ধু সভ্যতার পতন হয়েছে কিনা সেবিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক নতুন নয়। হরপ্পা ও মহেন-জো-দারো শহর দুটির পতনের কারণও ভিন্ন বলে মনে করা হয়। তবে লোথাল বা কালিবঙ্গানের মতো সিন্ধু সভ্যতার শহরগুলি জনশূন্য হওয়ার পিছনে অনাবৃষ্টি যে বড়ো ভূমিকা নিয়েছিল তা বহু ঐতিহাসিকই স্বীকার করে নিয়েছেন। অনেকে আবার অতিবৃষ্টিকেও এই নগর সভ্যতার পতনের জন্য দায়ী করেছেন। হরপ্পায় খননের ফলে নগরের সাতটি স্তর পাওয়া গিয়েছে। সেখান থেকে যে পলি সংগ্রহ করা হয়েছে তা থেকে জানা যায়, সিন্ধুনদের জলে হরপ্পা বারবার ডুবেছিল। তবে প্রতিবারই নগরবাসীরা শহরটিকে নতুনভাবে গড়ে তোলেন। গুপ্তার বক্তব্য, সিন্ধুর মতো উন্নত সভ্যতার পতন রাতারাতি হয়নি। ধীরে ধীরে সেখানকার নগরগুলি জনশূন্য হয়েছিল। সিন্ধুবাসীরা পর্যায়ক্রমে গঙ্গা-যমুনা উপত্যকার দিকে সরতে শুরু করেন। তাঁরা মধ্য উত্তরপ্রদেশ, বিহার, বাংলা, মধ্যপ্রদেশ, দক্ষিণ গুজরাট ও বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ দিকের এলাকাগুলিতে নতুন বসতি গড়ে তুলেছিলেন।